FEB. 8 2001

ঢাবিতে ৭ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত ৭ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল উপাচার্য একে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শৃঙ্খলা কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ গত ২ বছরে শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে ৬৪ ছাত্রকে

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৩

ঢাবি : প্রত্যাহার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বহিষ্কার ও তাদেরসহ মোট ১০৭ জনকে শো-কজ নোটিশ প্রদান করে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকবে না– এ মর্মে মুচালেকা প্রদান, হল প্রভোস্টদের সুপারিশ এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় ৭ ছাত্রকে সাময়িক শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। সাময়িক বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারকৃত ছাত্ররা হচ্ছে– সূর্যসেন হলের শহীদুল, জামান ও মেহেদী, জহুরুল হক হলের মাঈনুদ্দিন বাবু, এফ রহমান হলের মুরাদ ও এযান, মুহসীন হলের শিমুল এবং এসএম হলের ডলার।

১৯৯৯ সালের ১৪ এপ্রিল সূর্যসেন হলের সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত মেহেদীর সাময়িক বহিষ্কারাদেশ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় অংশ নেয়ায় তার পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। ওই বছরের ৬ মে জহুরুল হক হল ও এসএম হলের মধ্যকার গুলি বর্ষণের ঘটনায় সাময়িক বহিষ্কৃত বাবু ইতিমধ্যেই ২ বছর সাজা পেয়েছে। ১৬ জুলাই এফ রহমান হলে গুলিবর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকায় ২ বছরের জন্য বহিষ্কৃত এযান ও মুরাদের শাস্তির মেয়াদ ১ বছর কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া অপহরণের ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত মুহসীন হলের ছাত্র শিমুলের জড়িত থাকার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাকে অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষা ভবনের সন্ত্রাসী ঘটনায় কোর্ট ও পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সাময়িক বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের এ সিদ্ধান্ত পরবর্তী সিন্ডিকেট সভা চূড়ান্ত করবে। সাময়িক বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের ব্যাপারে প্রক্টর নূর উন নবী জানান, 'সাময়িক সিদ্ধান্ত অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না তাই এটি মীমাংসার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'